আউটসাইডার।

হিরন্ময় তলাপাত্র ভীষণ তেতে ছিলেন, বললেন, মি. রায় তো ঠিকই বলেছেন। ফেসবুক ফ্রেন্ড থাকবে ফেসবুকের পাতায়। সেই পরিচয় নিয়ে রিয়েল ওয়ার্ল্ডে ভাব করতে এলে খুব নিরাশ হবেন।

বাস এঁকেবেঁকে চলছিল তার গন্তব্যের দিকে। কিন্তু বাসের ভিতরে প্রবল চেঁচামেচি হতে ড্রাইভার ব্রেক কষে কিছুটা সমতল জায়গা দেখে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। পিছন ফিরে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করছে কী ঠিক ঘটেছে।

সোনালিচাঁপা এতক্ষণ নির্বাক চরিত্রের মতো দেখে চলেছে কয়েকজন বয়স্ক মানুষের বিশ্রী রকমের আচার-আচরণ।

রিপন সেনও ভাবতে পারছেন না টুরিস্টদের মধ্যে এতটা তপ্ত কলহের কারণ।

তার মধ্যে সায়ন দাঁড়িয়ে বলল,

হিরন্ময় তলাপাত্র ভীষণ তেতে ছিলেন, বললেন, মি. রায় তো ঠিকই বলেছেন। ফেসবুক ফ্রেন্ড থাকবে ফেসবুকের পাতায়। সেই পরিচয় নিয়ে রিয়েল ওয়ার্ল্ডে ভাব করতে এলে খুব নিরাশ হবেন। বাস এঁকেবেঁকে চলছিল তার গন্তব্যের দিকে। কিন্তু বাসের ভিতরে প্রবল চেঁচামেচি হতে ড্রাইভার ব্রেক কষে কিছুটা সমতল জায়গা দেখে দাঁড়িয়ে গিয়েছে

বলল, আপনাদের সবাই যথেষ্ট বয়স হয়েছে। বিষয়টা এমন সাংঘাতিক কিছু নয় যার কারণে এরকম মারমুখী হয়ে উঠতে হবে।

তারপর হিরন্ময় গোস্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল, মি. গোস্বামী, প্লিজ স্টপ ইট। সবসময় সারপ্রাইজ দেওয়া যায় না। স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করে তবেই সারপ্রাইজ দেবেন কিনা ভাববেন। এখন আমাদের স্পটগুলো দেখতে দিন। রিপন, তুমি ড্রাইভারসাহেবকে বলো গাড়ি চালাতে।

খুবই বিপন্ন বোধ করছিল রিপন সেন, এতক্ষণে সাহস পেয়ে ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে মালয়ালাম ভাষায় কিছু বলতে গাড়ি চলতে শুরু করল আবার।

হিরণ গোস্বামী তখনও লাড্ডুর প্যাকেট নিয়ে দাঁড়িয়ে। এত সময় তাঁর মুখখানা ছিল হাসি-হাসি, হঠাৎ কাজে বাধা পেয়ে কীরকম ক্রুর হয়ে উঠল মুখটা। একবার সায়নের দিকে তাকিয়ে, একবার এম এম রায়ের উপর চোখ ফেলে তাঁর নজর ন্যস্ত হল হিরন্ময় তলাপাত্রের উপর।

একটু পরেই বসে পড়লেন সিটে। পাশে ঝুঁকে পড়ে তাঁর স্ত্রীকে কিছু যেন বললেন নীচু গলায়।

গাড়ির ভিতর নৈঃশব্দ্য বিরাজ করছে ঠিকই, কিন্তু একটা থমথমে ভাব বেশ টেনশনে রাখল সবাইকে। গাড়ি তখন ব্রেক কষেছে আরও একটা ঝরনার কাছে। সবাই নামতে রিপন সেন বলল, আপনারা দেখুন এখানে দু'টো ফলস আছে, একটি চিয়াপারা ফলস, অন্যটি ভাল্লারা ফলস।

সাদা ফেনার এক-একটি দীর্ঘরেখা পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসছে স্বচ্ছন্দ গতিতে।

রূপবানের কোনও হেলদোল নেই, নোটবুকে রেখা টানছে ঝরনার গতিপথ অনুসরণ করে, তার পাশে এসে সোনালিচাঁপা বলল, হিরণ গোস্বামী লোকটিকে বেশ অমায়িক আর মিষ্টভাষী মনে হচ্ছিল, এখন মনে হল সবটাই উপরের প্রলেপ। কাজে বাধা পড়লে মুহূর্তে হিংস্র হয়ে উঠতে পারেন।

রূপবানের মুখে অদ্ভুত হাসি, বলল, মানুষ চেনাই পৃথিবীতে সবচেয়ে কঠিন কাজ। একজন লোককে দু'একবার দেখে বা কয়েকটা কথা বলে তার স্বরূপ চেনা যায় না। তার সঙ্গে একটু নিবিড়ভাবে মিশতে হবে।

-কিন্তু তাঁকে তো বেশ কয়েকদিন দেখছি। সেই কোচিতে নামার পর থেকে। শান্তশিষ্ট, চুপচাপ মানুষ। সেই মানুষটিকে আজ দেখলাম অন্য ভূমিকায়।

গার্গী কখন যেন এসে দাঁড়িয়েছে তাদের পাশে, হেসে বলল, যা বলেছিস। এখানে বেশ কয়েকজন আছেন যাঁরা একইসঙ্গে ড. জেকিল অ্যান্ড মি. হাইড। এখন যাকে একরকমভাবে চিনছিস, হয়তো দেখা যাবে তিনি আদৌ সেরকম নয়।

সোনালিচাঁপা চিন্তিত হয়ে বলল, খুব মুশকিল তা হলে। কাকে বিশ্বাস করব বলো!

ঝরনার দৃশ্যের পাশাপাশি দূর পাহাড়ের কিছু রঙিন দৃশ্যও চোখে পড়ছিল সোনালিচাঁপার। এদিকে কোনও বসতি-এলাকা নেই, কিছু লাল-গোলাপি ফুলের সমাহার বর্ণময় করে তুলেছে অসীম নির্জনতার মধ্যে। একটা সরু পাহাড়ি মেটে পথ এঁকেবেঁকে মিলিয়ে গিয়েছে সেদিকে। একটু পরেই দেখা গেল সেই সরু পথ বেয়ে চলেছেন এম এম রায়। তার গা ঘেঁষে সুছন্দা।

একটু একটু করে অনেকটা পথ চলে গেল ওরা। পরক্ষণে মিলিয়ে গেল পাহাড়ের বাঁকে।

দৃশ্যটি দেখার অবকাশে সোনালিচাঁপা হঠাৎ বলল, দিদি, একটা জিনিস খুব চোখে লাগছে।

গার্গী কিঞ্চিৎ বিস্মিত, কী?

-রোজই দেখছি সুছন্দা সারাক্ষণ মোমো রায়ের সঙ্গে ফেবিস্টিকের মতো আটকে আছে।

গার্গী হেসে বলল, তাতে তোর কী অসুবিধা হচ্ছে।

-আমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। তবে সুরজিৎবাবুকে দেখছি কীরকম রাগ-রাগ চোখে তাকাচ্ছেন ওদের দিকে। ওই দেখো, সুরজিৎবাবু কী সব বলছেন মিমি রায়কে।

গার্গী ব্যস্ত হয়ে বলল, যেখানই যান, ওদের তো ফিরতে হবে এখনই।

রিপন সেনের সমস্যা সবচেয়ে বেশি। হাতঘড়ি দেখছে আর চেঁচাচ্ছে, এ কী এখানে এত সময় দিলে কী করে হবে! এখন আমাদের যেতে হবে মারায়ুর।

যেতে তো হবে, কিন্তু অনেকক্ষণ পরও কাউকে দেখা গেল না ফিরে আসতে।

মিমি রায় চেঁচিয়ে উঠে বললেন, এভাবে সবাইকে ফেলে নির্জনে যেতে আছে নাকি! এখন তো বুঝছি এখানে পায়ে পায়ে বিপদ! (ক্রমশ)

অঙ্কন ঃ অভি

রসেবশে

বাইপাস

অজিত ঘোষ

'একবার না পারিলে, দেখ শতবার।' কালীপ্রসন্ন ঘোষের কবিতার এই পঙক্তিতে ঘাম ঝরানো পরিশ্রমের কথা বলা হয়েছে। পরিশ্রমের বিকল্প নেই। বারংবার পরিশ্রমে সাফল্য নিশ্চিত। যে পৃষ্ঠায় উক্তিটি লেখা রয়েছে তার উল্টো পৃষ্ঠায় আবার উলট পুরাণ, 'সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে, আঙুল বেঁকিয়ে নিতে হয়।' অর্থাৎ সবসময় যে কঠোর পরিশ্রমেই সাফল্য নিশ্চিত তা কিন্তু নয়। সবসময় সোজা রাস্তা দিয়ে না হেঁটে বাইপাসে কার্যসিদ্ধির কথা বলা হয়েছে।

গাধার মতো পরিশ্রমীর সঙ্গে চতুর শিয়ালের পার্থক্যটা বুঝে নিতে হবে। সমস্ত কী আর খুলে বলা যায়। না কি বইয়ের পাতায় লেখা থাকে? যেমন ছেলেটি মেয়েটিকে ভালোবাসে। কিন্তু কিছুতেই সোজা রাস্তা দিয়ে হেঁটে সটান মেয়েটির সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে তা বলার সাহস নেই। ছেলেটি বুদ্ধি করে বাইপাস রাস্তা ধরে। এমনটা হামেশাই দেখা যায়। ছেলেটি ওই ভালোবাসার মেয়েটির কোনও বান্ধবীকে হাত করে নানাভাবে, নানা কৌশলে মেয়েটিকে মনের কথা বলে। ব্যাস। তারপর প্রেম জমে ক্ষীর। তবে সাবধান! ভুল করে প্রেমিকার উদ্দেশে লেখা চিঠি প্রেমিকার মায়ের হাতে পড়লে বাইপাস প্রেমিক বেচারিকে পালিয়ে বাঁচতে হাঁট বাইপাসেরই শরণাপন্ন হতে না হয়।

সোজা রাস্তায় যদি রিকশা থাকে তবে বাইপাসে থাকবে না কেন? বাইপাস বলে সে কি রাস্তা নয়? বাইপাস ও রিকশা নিয়ে একটি ঘটনার সাক্ষী আমাদের ন্যাপাদা। এমনিতে ন্যাপাদার মতো ভদ্র, শান্ত স্বভাবের পরোপকারী মানুষ পাড়াতে আর নেই বললেই চলে। ওই যে কথায় আছে, 'সব ভালো, সব ভালো নয়। যদি না থাকে মন্দ তার।' সেই মন্দ দিক বলতে ন্যাপাদার কিঞ্চিৎ বউদি দোষ ছিল। ছিল বলছি এই কারণে এখন সে দোষটি আর নেই। নতুন অফিসে যোগ দেওয়ার পর একদিন অফিস ফেরত ন্যাপাদা রিকশাওয়ালাকে বলল, এই যে দাদা কুমোরপাড়া যাবে? গাড়োয়ানের মতো রিকশাওয়ালা গরুর গায়ে লাঠির বাড়ি বসিয়ে দেওয়ার মতো জোরসে প্যাডেলে লাথি মেরে জানতে চাইল, 'সোজা যাবেন, না বাইপাস?'

প্রশ্ন শুনে হতবাক ন্যাপাদা শুকনো মুখে 'তোমার যা ভালো মনে হয়' বলেই রিকশায় চেপে বসতে কচ্ছপের গতিতে নিরুত্তর রিকশাওয়ালা কিছুটা সোজা পথ গিয়েই বাইপাস ধরে। সব ঠিকই ছিল। সমস্যাটা হল ভাড়া মেটানোর সময়। দশ টাকার ভাড়া রিকশাওয়ালা কুড়ি টাকা দাবি করে। কারণ জানতে চাইলে রিকশাওয়ালার বেশ সুরেলা যুক্তি, 'আমি ইচ্ছে করেই আস্তে আস্তে চালাচ্ছিলাম, আপনি বুকে হাত রেখে বলতে পারবেন ওভাবে চলার ফলে আপনার মন ফুরফুরে হয়ে 'এই পথ যদি না শেষ হয়' টাইপের গানের কলি গুনগুন করে ওঠেনি? দিন, দিন দশটি টাকা বেশি দিন।' বাইপাসের রহস্য বুঝতে ন্যাপাদার আর সে সব পথ ধরা হয়নি কোনওদিন।

পাত্র ঘটককে বলছে, 'বলার মধ্যে এই কথাটিই বলব বাইপাসটা একটু দেখবেন। ঘটক - 'মানে?'

পাত্রের উত্তর, 'মানে খুব সোজা। পাত্রী যেমনই হোক না কোন আপত্তি নেই। তবে পাত্রীর দু'চারটে বোন থাকা একান্ত জরুরি। আরে দাদা মেন রাস্তার মোহ কিছুদিনেই কেটে যায়। তখন তো বাইপাস ধরতেই হয় বলুন।'

একবার এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির আসনে বসে রয়েছি। মাইকে বাজছে এমন সব গান যার ভাষা ঠিক বুঝছি না। কানেও প্রচণ্ড লাগছে। মনে হচ্ছে এমন গানের চেয়ে গাধার চিৎকার অনেক শ্রেয়। দাঁতে দাঁতে চেপে ভদ্রভাবে অনুষ্ঠানের এক কর্মকর্তাকে ডেকে বললাম, 'তোমরা মুখে বলছ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আর কী সব ভাষার গান চালিয়েছ ...! আমার কথা শেষ না হতেই সে দৌড়ে গিয়ে মিনিট পাঁচেক পরে ফিরে এসে জানাল, 'আমাদের আলোচনা হয়েছে। মাঝে মাঝে বাইপাসে রবীন্দ্রসংগীত টাইপ কিছু বাজানো হবে।' না, শেষ পর্যন্ত কবিগুরুর ভাগ্যে শিকে ছেঁড়েনি। ননস্টপ গানের মাঝে বাইপাস আসেনি, রবীন্দ্রসংগীত টাইপ বলতে ছেলেটি ঠিক কী গান বাজাতে চেয়েছিল সেটাও আর জানা হয়নি।

গত রোববার ফুরফুরে দিঘির হাওয়া গায়ে লাগিয়ে সোনাইদিঘি পার্কে ঘুরতে ঘুরতে এক সাইনবোর্ড দেখে বেশ চমক লাগল। তার গায়ে লেখা, 'সোজা পথে হাঁটছেন, হাঁটুন। সঙ্গীকে নিয়ে বাঁদিকের বাইপাস ধরে ঝাউগাছের আড়ালে যাবেন না। তেমন দেখলে জোর করে বিয়েও দিতে পারি।' আমার তেমন ভয় না থাকলেও বাইপাস ধরে ঝাউগাছের আড়ালে যেতে সাহস পাইনি।

রাম-রাবণের যুদ্ধই ছিল 'রামায়ণ' রচনার মূল উদ্দেশ্য। যুদ্ধে জয়ী না হলে যেমন শ্রীরাম ভগবান হতে পারতেন না তেমনই সত্যের জয় অসত্যের পরাজয় দেখানোও সম্ভব হত না। মহাকাব্যের দীর্ঘ পরিসরে যখন যুদ্ধের আবহ সৃষ্টি প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল ঠিক সে সময় কাব্যকার বাল্মীকি সুকৌশলে বাইপাসের শরণাপন্ন হয়ে রাক্ষসী শূর্পণখার হৃদয়ে প্রেমের কারখানা বসিয়ে দিলেন। রাক্ষসীর প্রেম মেনে না নিয়ে লক্ষ্মণ তাকে ছেড়ে দিতেই পারতেন কিন্তু দিলেন না। উল্টে তিরের ফলায় শূর্পণখার নাক কেটে দিলেন। ব্যাস। বোনের নাকের বদলা নিতে রাবণ হরণ করলেন সীতাকে। বেধে গেল যুদ্ধ। জয়ী হলেন শ্রীরাম। অতএব বলা যেতে পারে শ্রীরামচন্দ্রের 'ভগবান' তকমা পাওয়ার কাজটি কিন্তু বাইপাসে সম্ভব হয়েছিল শূর্পণখার জন্যই।

স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ায় কোনওমতেই পেরে উঠছেন না গোবেচারা স্বামী। শেষে হার অনিবার্য জেনে স্বামীর স্বগতোক্তি, 'কেন যে তোমাকে বিশ্বাস করে তোমার বাইপাস প্রেমে হাবুডুবু খেয়ে পুরোনো প্রেমিকার ঠিকুজি বলে ফেলেছিলাম। এখন দেখছি সে দিনটিই আমার ডেথ সার্টিফিকেটে বসাতে হবে। নিজেকে আর জীবিত বলে ভাবতে পারছি না।'

বাইপাসের ইতিতে পুনরায় পরিশ্রমের প্রসঙ্গে আনা যেতে পারে। পরিশ্রমের বিকল্প পথ নেই। বর্তমান সমাজে পরিশ্রম না করে একশ্রেণির মানুষ মনে করছেন বাইপাসে লটারি টিকিট কেটে রাতারাতি বিত্তবান হওয়া সম্ভব। শেষে সব কিছু খুইয়ে টিকিটের নেশায় সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ছেন। আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটছে অহরহ। অতএব সাধু সাবধান।

অঙ্কন ঃ অভি